"মিষ্টি বাচ্চারা - কল্যাণকারী বাবা এখন তোমাদের এমন কল্যাণ করেন যাতে কখনও কান্নাকাটি করতে না হয়, কান্নাকাটি করা হলো অকল্যাণ বা দেহ-অভিমানের চিহ্ন"

*প্রশ্নঃ - কোন্ অটল ভবিতব্যকে জেনে তোমাদের সবসময় নিশ্চিন্ত থাকতে হবে?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। যদিও শান্তির জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে অন্য কিছু..... যতই চেষ্টা করুক না কেন যেটা ভবিতব্য সেটা কখনোই পরিবর্তন হতে পারে না। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) ইত্যাদি হবেই। তোমাদের নেশা আছে যে তোমরা ঈশ্বরীয় কোল নিয়েছো। তোমরা যা সাক্ষাৎকার করেছো তা বাস্তবিক ঘটতে থাকবে, সেইজন্যই তোমরা সবসময় নিশ্চিন্ত থাকো।

ওম্ শান্তি । বিশ্বে মানুষের বুদ্ধিতে ভক্তি মার্গের গায়ন আছে, কেননা এখন ভক্তি মার্গ চলছে। এখানে ভক্তির গায়ন নেই। এখানে বাবার গায়ন আছে। এখানে বাবার মহিমা করতে হয়, যে বাবার কাছ থেকে এতো উচ্চ উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভক্তিতে সুখ নেই। ভক্তি মার্গে থেকেও স্মরণ তো স্বর্গকে করে তাইনা। মানুষ মরে গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। সুতরাং খুশি হওয়া উচিত তাই না ! যখন স্বর্গে জন্ম নেবে তখন তো কান্নাকাটি করার দরকার নেই। বাস্তবে এটা তো সত্যি নয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে, সেইজন্যই কান্নাকাটি করতে থাকে। যারা কান্নাকাটি করে তাদের কল্যাণ কিভাবে হবে? কান্নাকাটি করা দুঃখের চিহ্ন । মানুষ তো কান্নাকাটি করে না! বাচ্চা জন্ম নেয় তাও কান্নাকাটি করে কেননা দুঃখ হয়। দুঃখ না হলে অবশ্যই খুশি থাকবে। কান্না তখনই আসে যখন কোনো না কোনো অকল্যাণ হয়। সত্যযুগে কখনও অকল্যাণ হয়না সেইজন্যই ওখানে কান্নাকাটি করে না। ওখানে অকল্যাণের কোনো বিষয়ই নেই। এখানে কখনও উপার্জন করতে গিয়ে লোকসান হয় কখনও বা অল্প পাওয়া যায় না তখন দুঃখ হয়। দুঃখেই কান্নাকাটি করে, ভগবানকে স্মরণ করে বলে এসে সবার কল্যাণ করো। যদি সর্বব্যাপী হন তবে কাকে বলবে - কল্যাণ করো? পরমপিতা পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে মানা সবচেয়ে বড় ভুল। বাবা হলেন সবার কল্যাণকারী, কল্যাণকারী একমাত্র তিনিই, নিশ্চয়ই তিনি সবারই কল্যাণ করবেন। তোমরা বাচ্চারা জানো পরমপিতা পরমাত্মা সবসময়ই কল্যাণ করেন। পরমপিতা পরমাত্মা কখন আসেন যে বিশ্বের কল্যাণ করেন? বিশ্বের কল্যাণ করবে এমন আর কেউ নেই। বাবাকে এরপরেও সর্বব্যাপী বলে থাকে। কত বড় ভুল এটা। এখন বাবা নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন মন্মনাভব, এতেই কল্যাণ হবে। সত্যযুগ-ত্রেতায় কোনো অবস্থাতেই অকল্যাণ হয় না। ত্রেতাতেও যখন রাম রাজ্য থাকে সেখানেও বাঘের গরুতে একসাথে জল পান করে। আমরা রাম-সীতার রাজত্বের এতো স্তুতি করব না কেননা সেখানে দুই কলা কমে যাওয়ার জন্য কিছু না কিছু সুখ কম হয়ে যায়। আমরা পছন্দ করব স্বর্গ, যা বাবা স্থাপন করেন। এতে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাওয়া গেলে খুব ভালো হবে। উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা কল্যাণ করবো। প্রত্যেককেই নিজের কল্যাণ করতে হবে শ্রীমৎ অনুসারে।

বাবা বুঝিয়েছেন - এক হলো আসুরিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় দৈবী সম্প্রদায়। এখন একদিকে রাবণ রাজ্য, অন্যদিকে দৈবী সম্প্রদায় স্থাপনা করছি। এমন নয় যে এখন দৈবী সম্প্রদায় আছে। আসুরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি দৈবী সম্প্রদায় গড়ে তুলছি। ওরা বলবে দৈবী সম্প্রদায় তো সত্যযুগে হয়। বাবা বলেন এই আসুরিক সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় ভবিষ্যতের জন্য করি। এখন হলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, দৈবী সম্প্রদায় ভুক্ত তৈরি হচ্ছে। গুরু নানকও বলেছিলেন মানুষ থেকে দেবতা .... কিন্তু সেই মানুষ কারা যাদের দেবতা বানাবেন? তিনি ড্রামার আদি-মধ্য-অন্ত সম্পর্কে জানেন না। সৃষ্টির আদিতে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রেষ্ঠাচারী ছিলেন, তারাও আদি, মধ্য, অন্তকে জানেন না। তারা ত্রিকালদর্শী নয়। আগের জন্মে তারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, স্বদর্শন চক্রধারী ছিলেন তবেই এই রাজ্য পদ প্রাপ্ত করেছেন। ওরা স্বদর্শন চক্র বিষ্ণুকে দিয়ে দেখিয়েছে। সুতরাং এটাও বোঝাতে হবে যে স্বদর্শন চক্রধারী হলো ব্রাহ্মণ এটা শুনেও মানুষ অবাক হয়ে যাবে। ওরা তো শ্রীকৃষ্ণকেও বলে স্বদর্শন চক্রধারী, আবার বিষ্ণুকেও বলে। এটা তো জানা নেই যে বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। আমরাও জানতাম না। মানুষ তো প্রতিটি বিষয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। যা হওয়ার সেটাকে কেউ-ই আটকাতে পারবে না। এটা তো ড্রামা। সুতরাং প্রথমেই বাবার পরিচয় দিতে হবে নাকি ড্রামার রহস্য বোঝাতে হবে? সেক্ষেত্রেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে, সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা, শিববাবা তো প্রসিদ্ধ। ওঁনাকে রুদ্র

বাবাও বলা হয়। শিববাবা হলেন প্রসিদ্ধ। বাবা বুঝিয়েছেন যেখানে-যেখানে ভক্ত আছে, তাদের কাছে গিয়ে বোঝাও। সংবাদপত্রেও ছাপা হয়েছিল যে মানুষ বলছে হিমালয়ের এত কোটি বছর বয়স, হিমালয়ের কি কোনো আয়ু হয়? হিমালয় তো সবসময়ই বিদ্যমান। হিমালয় কি কখনো অদৃশ্য হয়ে যায়? এই ভারতও তেমনি অনাদি। কবে তৈরি হয়েছিল, এর বয়স তোমরাও বলতে পারবে না। তেমনই হিমালয়ের জন্যেও বলা যেতে পারে না যে কখন থেকে আছে। এই হিমালয় পর্বতের আয়ু গোনা যায় না। এমনটা থোড়াই বলা যায় যে আকাশ বা সমুদ্রের আয়ু কত। হিমালয়ের আয়ু যখন বলছে, তাহলে সমুদ্রের আয়ুও বলুক, কিছুই জানে না। এখানে তোমাদের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এটা হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি।

তোমরা জানো আমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। একজন রাজা জনকের কথা এটা নয়। জীবনমুক্তিতে অথবা রাম-রাজ্যে তো অনেক হবে তাইনা। সেখানে সবাই জীবনমুক্তি পাবে। তোমরা সেকেন্ডে মুক্তি-জীবনমুক্তি পাওয়ার পুরুষার্থী। তোমরা বাচ্চা হয়েছ, মাম্মা-বাবাও বলো। জীবনমুক্তি তো পাবেই না ! বোঝা যায় যে প্রজা তো অসংখ্য তৈরি হয়েই চলেছে। দিনে-দিনে এর প্রভাব বিস্তার হয়েই চলেছে না ! এই ধর্মের স্থাপনা করা এত সহজ নয়। ওরা তো উপর থেকে এসে স্থাপনা করে, ওদের পিছনে উপরে থেকে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। এখানে তো প্রত্যেককেই রাজ্য- ভাগ্য পাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলতে হয়। যোগ্য করে তোলা এটা বাবার কাজ। যারা জীবনমুক্তির যোগ্য ছিল, সবাইকে মায়া অযোগ্য করে দিয়েছে। ৫ তত্ত্বও অযোগ্য হয়ে গেছে, এখন একে যোগ্য করে তোলেন বাবা। তোমাদের এখন সেকেন্ডে-সেকেন্ডে যে পুরুষার্থ চলে, এটা বোঝা যায় যে অমুকে কল্প পূর্বেও এমনই পুরুষার্থ করেছিল। কেউ তো আশ্চর্যজনক ভাবে পালিয়ে যায়, বিচ্ছেদ করে দেয়। প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায়। এটা তো বুঝতে পেরেছে যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ড্রামা অনুসারে সবাইকে প্লে করার জন্য আসতেই হবে। মানুষ চায় এক.... ওরা চায় শান্তি কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা বাচ্চারা তো জানো। তোমরা সাক্ষাত্কার করেছ, ওরা যতই মাথা ঠুকুক না কেন যাতে বিনাশ না হয় কিন্তু ভবিষ্যতকে আটকানো যাবে না। আর্থকোয়েক, ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ (ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ) হবেই, ওরা কি করবে। ওরা বলবে এটা তো গডের কাজ। তোমাদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যক আছে যাদের এতো নেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তারা স্মরণে থাকে। সবাই তো পরিপূর্ণ হয়নি। তোমরা জানো এই ভবিষ্যত স্থগিত করা যাবে না। অল্প নেই, মানুষের থাকার জায়গা নেই, ৩ পা পৃথিবী পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

এটা হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার - মাতা-পিতা এবং বাচ্চারা। বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই। বাচ্চাদের শেখাই। বাচ্চারাও বলে - আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলি। বাবাও বলেন আমি বাচ্চাদের সামনে এসে মত দিই। বাচ্চারাই বুঝবে। না বুঝতে পারলে ছেড়ে দাও, লড়াই করার কোনো ব্যাপার নেই। আমরা বাবার পরিচয় দিয়ে থাকি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব'র অর্থও এটাই। বাবার পরিচয় দাও যাতে ক্রিয়েটার এবং ক্রিয়েশনের (রচয়িতা, রচনা) রহস্যকে বুঝতে পারে। মুখ্য বিষয়ই হলো এক, আর এই একটাই ভুল হয়েছে গীতায়। বাবা বলেন আমি কল্যাণকারীকে এসেই কল্যাণ করতে হবে। বাকি শাস্ত্র দ্বারা কল্যাণ হতে পারে না। প্রথমে তো প্রমাণ করতে হবে ভগবান একজনই, তাঁকে তোমরা স্মরণ কর কিন্তু তাঁকে জানো না। বাবাকে স্মরণ করতে চাইলে তাঁর পরিচয়ও প্রয়োজন হয়। তিনি কোথায় থাকেন, তিনি আসেন না কি আসেন না? বাবা উত্তরাধিকার তো অবশ্যই এখানকার জন্য দেবেন নাকি ওখানকার জন্য দেবেন? বাবাকে তো সম্মুখে হতে হবে। শিবরাত্রিও পালন কর। শিব হলেন সুপ্রিম ফাদার, সমস্ত আত্মাদের পিতা। তিনি হলেন রচয়িতা, নতুন নলেজ দিয়ে থাকেন। সৃষ্টির আদি, মধ্য , অন্তকে তিনি জানেন। তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম টিচার, যিনি মনুষ্যকে দেবতা করে তোলেন , রাজযোগ শেখান। মানুষ কখনো রাজযোগ শেখাতে পারে না। আমাকেও (ব্রহ্মা) উনি রাজযোগ শিখিয়েছেন তবেই আমি শেখাই। গীতাতেও প্রথমে এবং শেষে মন্মনাভব এবং মধ্যাজীভব বলেছেন। কল্প বৃক্ষের ঝাড় এবং ড্রামার নলেজও বুদ্ধিতে থাকে। ডিটেলে বোঝাতে হবে। রেজাল্টে সেই একটা কথাই আসে - বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখানে তো একটাই বিষয়, আমরা বিশ্বের মালিক হবো। বিশ্বের কল্যাণকারীই বিশ্বের মালিক করে তোলেন। তিনি স্বর্গের মালিক বানাবেন, নরকের মালিক থোড়াই বানাবেন। দুনিয়া তো এটাও জানে না যে নরকের রচয়িতা রাবণ, স্বর্গের রচয়িতা হলেন রাম। এখন বাবা বলছেন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে , সবারই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, আমি নিয়ে যেতে এসেছি। আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা ময়লা থেকে শুদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেব। নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে এ'সব বোঝাতে হবে, তোতার মতো নয়। যে নিশ্চয় বুদ্ধির হয় তার কান্নাকাটি করার বা দেহ-অভিমানে আসার বিষয়টা আর থাকে না। দেহ-অভিমান খুব নোংরা করে দেয়। এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হও। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম কর। ওরা তো কর্ম সন্ন্যাসী হয়ে যায়। এখানে তোমাদের গৃহস্থ

ব্যবহারে থাকতে হবে, বাচ্চাদের সামলাতে হবে। বাবা এবং চক্রকে জানা তো খুবই সহজ ব্যাপার।

বাবার অসংখ্য বাচ্চা। তাদের মধ্যে কেউ সপুত্র (আজ্ঞাকারী) কেউ কপুত্র (অবাধ্য)। কুপুত্র নাম বদনাম করে দেয়। মুখ কালো করে দেয়। বাবা বলেন মুখ কালো ক'রো না। বাবার বাচ্চা হয়ে তারপর মুখ কালো কর,কুলকে কলঙ্কিত কর। এই কাম চিতায় বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। কাম চিতায় বসে থোড়াই এইভাবে জ্বলে মরবে। এর প্রতি হাল্কা নেশা থাকাও উচিত নয়। সন্ন্যাসী আদি নিজেদের ফলোয়ার্সদের এমন কথা থোড়াই বলবে। ওদের মধ্যে সত্যতা নেই। বাবা তো সবাইকেই সত্য বিষয় বুঝিয়ে বলেন। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা গ্যারান্টি করেছো - বাবা তোমার মতে চলে আমরা স্বর্গবাসী হব। বাবা বলেন বাচ্চারা তাহলে বিষয়ের নর্দমায় নামার ভাবনা কেন কর? তোমরা বাচ্চারা যখন এমন মুরলী পড়বে ওরা তখন বলবে এমন জ্ঞান তো আমরা কখনো শুনিনি। মন্দিরের হেড যিনি তাকেও তোমাদের ধরা উচিত। চিত্র গুলি নিয়ে যাওয়া উচিত। এই ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ দিলওয়ারা মন্দিরেরই চিত্র। উপরে দৈবী বৃক্ষ, দৈবী বৃক্ষ যা পাস্ট হয়ে গেছে সেটাই ওরা দেখায়। এমন সার্ভিস কেউ করে দেখাক তবেই বাবা মহিমা করবেন যে, এ তো কামাল করে দিয়েছে। যেমন বাবা রমেশের (ভাই) মহিমা করেন। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিসের প্রদর্শনীর নমুনাও সুন্দর উদ্ভাবন করেছেন। এখানেও প্রদর্শনী করবেন। চিত্র গুলি তো খুবই সুন্দর।

এখন দেখো দিল্লীতেও যে রিলিজিয়াস কনফারেন্স (ধর্মীয় সম্মেলন) হয় ওরাও বলে ওয়াননেস হোক (একতা আসুক) । এর কোনো অর্থই নেই। বাবা হলেন এক, বাকিরা হলো ভাই-বোন। এখানে হলো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার বিষয়। নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখন্ড কিভাবে হবে, এই বিষয়ে বুঝতে হবে। প্রদর্শনীর বৃদ্ধির জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে। যে সার্ভিসের প্রমাণ দেয় না তার তো লজ্জা পাওয়া উচিত। যদি ১০ জন নতুন আসে আর ৮-১০ জন মরে গেলো (চলে গেলো হাত ছেড়ে) এতে কি লাভ হলো । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করার সময় দেহী-অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই কান্নাকাটি বা দেহ-অভিমানে আসা উচিত নয়।

২) শ্রীমৎ অনুসারে চলে নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। সুসন্তান (আজ্ঞাকারী) হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে।

বরদানঃ- ব্যর্থ সঙ্কল্প গুলিকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সহজযোগী হয়ে ওঠা সমর্থ আত্মা ভব

কোনো কোনো বাচ্চারা মনে করে আমার পার্ট তো দেখতেই পাওয়া যায় না, যোগও লাগে না, অশরীরী হতে পারিনা – এগুলো হলো ব্যর্থ সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প গুলিকে পরিবর্তিত করে সমর্থ সঙ্কল্প করো যে স্মরণ করা তো হলো আমার স্বধর্ম। আমিই কল্পে-কল্পে সহজযোগী হয়েছি। আমি যোগী হবো না তো কে হবে। কখনও এমন ভাববে না যে কি করব আমার শরীর তো চলে না, এই পুরানো শরীর তো বেকার হয়ে গেছে। না । বাঃ বাঃ এর সঙ্কল্প করো, গুণগান করো এই অন্তিম শরীরের, তাহলেই সমর্থী এসে যাবে।

স্লোগানঃ- শুভ ভাবনার শক্তি অন্যদের ব্যর্থ ভাবনা গুলিকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;